গঠনতন্ত্র

লালমনিরহাট জেলা সমিতি, ঢাকা

প্রতিষ্ঠিত- ১৯৮১ ইং

কার্যালয় ঃ
সু্যট নং- ১২০৩-এ, (১২ তলা)
সাহেরা ট্রপিক্যাল সেন্টার
বাটা সিগন্যাল
২১৮, এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
রেজিঃ নং- ঢ-০১৫২৭

লালমনিরহাট জেলা সমিতি, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

গঠনতন্ত্র

১। **নামকরণ ঃ-** ঢাকায় বসবাসরত লালমনিরহাট জেলাবাসীদের একটি কল্যাণমূলক সংস্থা থাকিবে। যাহার নাম "লালমনিরহাট জেলা সমিতি, ঢাকা।"

২। **সমিতির কার্যালয় ঃ-** বৃহত্তর ঢাকা নগরীতে সমিতির কার্যালয় থাকিবে। বৃহত্তর ঢাকা ইহার আওতাভূক্ত থাকিবে।

ক) সমিতি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী সমিতি তালিকাভূক্ত হইতে হইবে।

৩। **সমিতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ ঃ-**

ক) সর্বসাধারণ বিশেষত ঢাকা প্রবাসী লালমনিরহাট বাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করা এবং জেলার সার্বিক উন্নয়ন সমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

খ) একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেবা করা।

গ) সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীগণকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান।

ঘ) জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন।

ঙ) এতিম, অসহায়, দুঃস্থ, পীড়িত, অচল ও পঙ্গু লোক দিগকে সাহায্য প্রদান।

চ) সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণ, বিশেষতঃ নারী ও প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

ছ) লালমনিরহাট জেলার সর্ববিধ সমস্যার সমাধান এবং সেই সঙ্গে অত্রাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

জ) সমিতির প্রচেষ্টা বা তত্ত্বাবধানে সমবায় ভিত্তিতে যেকোন প্রকার বাণিজ্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে সহায়তা।

ঝ) স্থানীয় ও জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন।

ঞ) দারিদ্র, বেকারত্ব, কুসংস্কার ও সামাজিক গলদসহ সকল প্রকার সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টা এবং গণমানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

ট) সমাজকল্যাণমূলক অপরাপর সমিতির সাথে সংহতি ও সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন।

৪। **সমিতির বর্ষ গননা ঃ-** প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমিতির বৎসর গননা করা হইবে।

৫। **সমিতির সাধারণ সদস্যপদ লাভের শর্তাবলী ঃ-**

ক) সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী ঢাকায় বসবাসরত লালমনিরহাট জেলার প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারী "লালমনিরহাট জেলা সমিতি, ঢাকা" এর সদস্য হইতে পারিবেন।

খ) সাধারণ সদস্য হইতে হইলে ছাত্রদের জন্য সদস্য ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং অন্যান্যদের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হইবে।

গ) কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে, পূর্ববর্তী সাধারণ সদস্যগন (ছাত্র ব্যতিত) ১০০০/- (এক হাজার) এবং ছাত্র ৫০০/- (পাঁচশত) টাকায় সদস্যপদ নবায়ন করিবেন এবং নতুন সাধারন সদস্যের ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং ছাত্রদের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বহাল থাকিবে।

ঘ) আজীবন সদস্য এবং সাধারণ সদস্য ব্যতীত অন্য কাহারও কোন অধিবেশনে যোগদান বা কোন প্রস্তাব আনয়ন বা সমর্থন বা ভোট প্রদান এর অধিকার থাকিবে না।

ঙ) সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য হইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই উক্ত জেলার আদি অধিবাসী হইতে হইবে এবং ঢাকায় অবস্থান কাল কমপক্ষে এক বৎসর হইতে হইবে।

৬। **সদস্যপদ লাভের অযোগ্যতা ঃ-**

ক) ১৮ বৎসর বয়সের নিচে কেহই সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন না।
খ) কার্যকরী পরিষদের ০৬ (ছয়) পদে নির্বাচন করিতে হইলে নূন্যতম বয়স ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর হইতে হইবে এবং অন্যান্য পদে নির্বাচন করিতে হইলে নূন্যতম বয়স ২৫ (পঁচিশ) বছর হইতে হইবে।
গ) অপ্রকৃতিস্থ কেহ এ সমিতির সদস্যপদ লাভ করিতে পারিবেন না।

৭। **সদস্য পদ বাতিল ও সমিতি হইতে বহিষ্কারের কারণ ঃ-**

ক) যদি কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপ সমিতির স্বার্থ হানিকর বা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় তবে সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের নিকটে অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং তাহার বক্তব্য কিছু থাকিলে তাহা প্রকাশান্তে উপস্থিত সদস্যের ভোটাধিক্য কার্যকরী পরিষদ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহাকে সমিতি হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।
খ) ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন সদস্য সমিতির জন্য সংগৃহীত টাকা এক পক্ষ কালের মধ্যে উপযুক্ত রশিদ গ্রহণ করিয়া অর্থ-সম্পাদকের নিকট জমা না দিলে তাহাকে সমিতি হইতে বহিষ্কার করা হইবে এবং উক্ত টাকা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৮। **সমিতি ভুক্ত সদস্যদের শ্রেণীবিন্যাস ঃ-**

ক) **আজীবন সদস্যঃ** কোন মহানুভব দানশীল ঢাকাস্থ লালমনিরহাটবাসী এককালীন কমপক্ষে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা দান করিলে তিনি সমিতির আজীবন সদস্য হইবেন।
খ) কোন দেশ হিতৈষী ব্যক্তি লালমনিরহাট জেলাবাসীর জন্য কোন উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজ করিলে কার্যকরী পরিষদের সুপারিশ ক্রমে তাহাকে সমিতির আজীবন সদস্য পদ দেয়া যাইতে পারে।

৯। **সাধারণ সদস্যঃ-** যাহারা নিয়মিত সমিতির ধার্যকৃত চাঁদা প্রদান করিবে এবং সভা সমিতিতে যোগদান করিবে তাহারাই সদস্য বা সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হইবে।

১০। **অনারারি সদস্যঃ-** সমিতির স্বার্থে লালমনিরহাট জেলার কেহ ঢাকায় বসবাসকারী নন এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সমিতির অনারারি সদস্যপদ প্রদান করা যাইতে পারে।

১১। **পৃষ্ঠপোষকঃ-** লালমনিরহাট জেলা সমিতি, ঢাকা'র ০৫(পাঁচ) জন পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। জেলার ০৩ (তিন) সংসদীয় আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য পদাধিকারবলে অত্র সমিতি'র পৃষ্ঠপোষক হইবেন। ইহা ব্যতিত জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে লালমনিরহাট জেলার কেহ নির্বাচিত হইলে তিনিও পৃষ্ঠপোষক হইবেন। এছাড়াও এই সমিতির স্বার্থে ঢাকাস্থ লালমনিরহাট জেলার কোন কর্মতৎপর বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করা যাইবে। নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ পৃষ্ঠপোষক মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

ক) ৫ (পাঁচ) জন সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকের মধ্য হইতে ০১ (এক) জনকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনীত করা হইবে। নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

১২। **অনারারি ডাক্তার ঃ-**

ক) কার্যকরী পরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে প্রতিবছর সমিতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন দুই বা ততোধিক ডাক্তারকে অনারারি ডাক্তার রূপে মনোনীত করিবেন।

খ) তাহারা দুস্থ রোগীদের চিকিৎসাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

১৩। **কার্যকরী পরিষদঃ** সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে একটি কার্যকরী পরিষদ থাকিবে। এই পরিষদের কার্যকাল দুই বৎসরের জন্য স্থায়ী থাকিবে এবং বাৎসরিক সাধারন সভায় উক্ত কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

সভাপতি	১ (এক) জন
সিনিয়র সহ-সভাপতি	১ (এক) জন
সহ-সভাপতি	৫ (পাঁচ) জন (প্রত্যেক উপজেলা হইতে একজন)
সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ (দুই) জন
অর্থ সম্পাদক	১ (এক) জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ (এক) জন
দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
প্রচার সম্পাদক	১ (এক) জন
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
প্রকাশনা ও সাহিত্য সম্পাদক	১ (এক) জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
দূর্যোগ-ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	১ (এক) জন
মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক	১ (এক) জন
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
কার্যকরী সদস্য	৫ (পাঁচ) জন (প্রত্যেক উপজেলা হইতে একজন)
মোট	**= ২৯ (উনত্রিশ) জন**

১৪। কার্যকরী পরিষদে প্রতি উপজেলা হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি সদস্য থাকিবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, সেই মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন পরবর্তী সাধারন সভায় যাহা অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে।

১৫। **কার্যকরী পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব ঃ-**

(১) সভাপতি ঃ-

ক) সভাপতি কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে ও বার্ষিক অধিবেশন সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) সভা পরিচালনায় তাহার সম্পূর্ণ মতামত থাকিবে এবং তিনি নিয়মাবলির যে রূপ ব্যাখ্যা করিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

গ) বিতর্কমূলক বিষয়ে দুই পক্ষের সমান ভোট হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট দিবেন।

ঘ) বৎসরের প্রারম্ভে বয়স ভিত্তিতে তিনি সহ-সভাপতি গনের একটি প্যানেল তৈরি করিবেন।

ঙ) সমিতির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে সভাপতি বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন আহবানের সময় না থাকিলে যে কোন প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মাসের মধ্যে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় তাহার গৃহীত ব্যবস্থাটি বিধি বহির্ভূত ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সিনিয়র সহ-সভাপতি ঃ-

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি সভা পরিচালনা করিবেন এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সহ-সভাপতি ঃ-

সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্যানেল ভুক্ত প্রবীণ সহ-সভাপতি সভা পরিচালনা করিবেন এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সাধারণ সম্পাদক ঃ-

ক) সাধারণ সম্পাদক সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন। বৎসরের প্রারম্ভে তিনি পরিষদে বার্ষিক বাজেট পেশ করিবেন। সমিতির যাবতীয় কাগজপত্র সাধারণত: তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং সেজন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকিবেন। তিনি কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতির কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

খ) সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা ও কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং ওই সকল সভার কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন।

গ) তিনি সভাপতির স্বাক্ষরিত সমুদয় কাগজ ও জিনিসপত্রাদির জন্য একটা রেজিস্টার রাখিবেন এবং মেয়াদ শেষে যাহা পরবর্তী সম্পাদককে লিখিতভাবে বুঝাইয়া দিবেন। তিনি স্বীয় কার্যক্রম সমিতির এবং এককালীন আর্থিক সাহায্য দাতাগনের নামের ঠিকানাসহ একটি রেজিস্টার রাখিবেন।

ঘ) তিনি আদায়ী টাকা হইতে দৈনন্দিন খরচের জন্য ১০০/- একশত টাকা হারে রাখিয়া অতিরিক্ত টাকা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত রশিদ গ্রহণপূর্বক **অর্থ সম্পাদকের** নিকট জমা দিবেন।

ঙ) তিনি বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও হিসাব নিরীক্ষা (অডিট) রিপোর্ট কার্যকরী পরিষদে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

চ) তিনি মাসিক অন্তত একবার বিভাগীয় সম্পাদকগনের সহিত বিভাগীয় কার্যাবলী পর্যালোচনা করিবেন ও উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ছ) সাধারণ সম্পাদক যদি কোন সময় এককালীন ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে উক্ত সময়ের জন্য সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককে তাহার নিজস্ব দায়িত্ব অর্পন করিবেন।

(৫) সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঃ-

ক) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) এছাড়াও তিনি সাধারণ সম্পাদককে দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করিবেন।

(৬) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঃ-

ক) তাহাকে তার প্রাপ্ত দপ্তর ছাড়াও সাধারণ সম্পাদককে দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করিবেন।

খ) জৈষ্ঠার ভিত্তিতে তারা সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার কার্য পরিচালনা করিবেন।

(৭) বিভাগীয় সম্পাদক ঃ-

ক) বিভাগীয় সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদক কে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করিবেন এবং তাহার পরামর্শক্রমে কাজ করিবেন।

খ) সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে অন্যকোন বিভাগীয় সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

গ) তাহারা স্ব স্ব বিভাগীয় কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং বিভাগীয় কমিটির আহবায়ক (কনভেনার) থাকিবেন ও উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করিবেন।

ঘ) তাহারা প্রতিমাসে বিভাগীয় কমিটির একটি সভা আহবান করিবেন এবং তাহার সুপারিশ সমূহ সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদে পেশ করিবেন।

ঙ) বিভাগীয় সম্পাদকগণ বৎসরান্তে স্ব স্ব বিভাগীয় কার্য বিবরণী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট অন্তর্ভূক্তির জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অর্থ সম্পাদক ঃ-

ক) অর্থ সম্পাদক সমিতির তহবিলের লিখিত হিসাব রাখিবেন। কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তিনি যে কোন তফসিলী ব্যাংকের ঢাকা শহরের যে কোন শাখায় তাহার নিজের এবং সাধারণ সম্পাদকের অথবা সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে অবশ্যকীয় টাকা ব্যাংক হইতে উঠাইতে এবং জমা দিতে পারিবেন। তিনি সমিতির দৈনন্দিন জমা খরচের হিসাবের খাতা (ক্যাশ বহি) সংরক্ষণ করিবেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে[1] উপদেষ্টা পরিষদ গঠন হইলে, উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

খ) নিরিক্ষিত হওয়ার পর বৎসরান্তে তিনি সমিতির বার্ষিক জমা খরচের হিসাব কাগজপত্রসহ কার্যকরী পরিষদে পেশ করিবেন।

১৬। কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব/কার্যক্রম ঃ-

ক) কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে কমপক্ষে ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) অংশ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলে অধিবেশনের কার্য চলিতে থাকিবে।

খ) কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন প্রতিমাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। প্রয়োজনবোধে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। সভার নোটিশ নির্দিষ্ট সময়ের ২৪ ঘন্টা পূর্বে এবং জরুরী সভার নোটিশ ১২ ঘন্টা পূর্বে সদস্যদের নিকট পৌছাইতে হইবে।

গ) যদি পর পর ৩(তিন) মাস পর্যন্ত উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন ডাকানো না হয় তাহা হইলে কার্যকরী পরিষদের ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) অংশ সদস্যের ঠিকানাসহ সহি যুক্ত লিখিত নোটিশ দ্বারা কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। ১/২ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

ঘ) কার্যকরী পরিষদ সমিতির প্রয়োজনবোধে পরীক্ষান্তে খরচ অনুমোদন করিবেন।

ঙ) কার্যকরী পরিষদ বৎসরের প্রারম্ভে প্রত্যেক বিভাগীয় কমিটির গঠন ও অনুমোদন করিবে। বিভাগীয় কমিটি কার্যকরী পরিষদের দ্বারা গঠিত হইবে।

চ) কার্যকরী পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ সময় ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করিবেন। সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদের মধ্যে সাধারণ সভার তারিখ সময় ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণে মতান্তর হইলে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উহা নিষ্পত্তি করা হইবে।

ছ) কার্যকরী পরিষদ কোন কারণে বার্ষিক সাধারণ সভার ও নির্বাচনের তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে ব্যার্থ হইলে সমিতির সাধারণ সদস্যের ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) সদস্যের ঠিকানাসহ লিখিত নোটিশ দ্বারা সমিতির যেকোন সাধারণ সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার নির্বাচনের তারিখ সময় ও স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবেন। ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইবে।

[1] বিশেষ পরিস্থিতি বলিতে অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করিলে, কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ন হইলে, যে কোন সংকটকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে ইত্যাদি বিষয়কে বুঝাইবে।

জ) কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক হইতে সমিতির প্রয়োজনে টাকা উঠাইবার জন্য ইহার লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ (ক) ধারা বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে লিখিত অনুমতি ও ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

ঝ) কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য বিনা রিপোর্ট এবং সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে ক্রমাগত তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কার্যকরী পরিষদের চতুর্থ সভায় নোটিশ রেজিষ্ট্রি বা পিওন বহিমারফত সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিকট পাঠাইতে হইবে। নোটিশের বিষয়বস্তু হইল "যদি তিনি এই অধিবেশনে উপস্থিত না হন বা সন্তোষজনক কারণ না দর্শান তবে তাহার সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করা হইবে"। এইরূপ কারণে কোন সদস্যপদ শূণ্য হইলে নিয়মিত চাঁদা প্রদান কারীদের মধ্য হইতে শূন্য সদস্য পদ কার্যকরী পরিষদ কো-অপশন দ্বারা পূরণ করিতে পারিবেন।

ঞ) কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাগণ বিশেষ করিয়া সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এবং বিভাগীয় কমিটি তাহাদের স্ব স্ব কাজের জন্য কার্যকরী পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন,এমনিভাবে বিভাগীয় কমিটির কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় কমিটির নিকট তাহাদের নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন। কার্যকরী পরিষদ তাহার কাজের জন্য সমিতির নিকট দায়ী থাকিবেন (নির্বাচন ব্যতিরেকে কোন পদ শূন্য থাকিলে কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন ব্যতিরেকে উহা পূর্ণ করিতে পারিবে)।

১৭। **অনাস্থা প্রস্তাব ঃ-**

ক) কার্যকরী পরিষদ বা কার্যকরী পরিষদের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইলে সাধারণ সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) অংশ সদস্যের ঠিকানা সহ স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাব সভাপতি নিকট দিতে হইবে।

সভাপতি এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ সভার অধিবেশন আহবানের ব্যবস্থা করিবেন। এই অধিবেশনের নোটিশ কমপক্ষে ৩দিন পূর্বে দিতে হইবে। উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্য অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহ্য হইবে। এই রূপ সভার কোরামের জন্য সাধারণ সদস্যদের মোট ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) অংশ উপস্থিত থাকিতে হইবে।

খ) সাধারণ সভার দ্বারা কার্যকরী পরিষদের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে উক্ত সাধারন সভা কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন সদস্য সমন্বয় গঠিত একটি এড হক কমিটি পুনঃনির্বাচন কার্য ও দৈনন্দিন জরুরী কার্য পরিচালনা করিবেন। উক্ত এড হক কমিটিতে সমিতির সভাপতি ও একজন সম্পাদক থাকিবেন। সভাপতি পুনঃনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার থাকিবেন। পুনঃনির্বাচন এ্যড হক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে তাহাদের কাজ শেষ করতে হইবে। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সমিতির নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ও হিসাবাদি নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কে বুঝিয়ে দিবেন। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সমিতির ফান্ড হইতে উক্ত পুনঃনির্বাচনের যাবতীয় খরচ দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত খরচের যাবতীয় হিসাব অ্যাড হক কমিটি নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কে বুঝাইয়া দিবেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন পর্যন্ত সভাপতি সভা আহ্বান করিবেন। অ্যাড হোক কমিটিতে এক মাসের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইবে এবং কোন সময় বর্ধিত করার ক্ষমতা থাকিবে না। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এড হক কমিটি পুনঃনির্বাচন কারও শেষ করিতে না পারে, তবে সভাপতি ১৫ দিনের মধ্যে একটি সাধারণ সভা আহবান করিবেন। সাধারণ সদস্য গণ ইচ্ছা করিলে বিদায়ী এড হোক কমিটির আয়ু-কাল আরো একমাস বর্ধিত করিতে পারিবেন। নতুবা নতুন এড হক কমিটি নিয়োগ কোরিয়া এক মাসের মধ্যে নির্বাচনকার দেওয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিবেন। অবশ্য বিদায়ী এড হক কমিটিকে তার কাগজপত্র নতুন এড হক কমিটিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

গ) কার্যকরী পরিষদ এর কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে উক্ত কর্মকর্তা সাত দিনের মধ্যে কাগজপত্র সমিতিকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

ঘ) অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে সমিতির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ সদস্য কর্তৃক নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠিত হইবে।

ঙ) কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য নিজ পদ হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। **বিভাগীয় কমিটি ঃ-**

ক) সাধারণ সম্পাদকের মতামত বিবেচনা করিয়া কার্যকরী পরিষদ এক একটি দপ্তরের জন্য বিভাগ সম্পাদক নিয়োগ করিবেন।

খ) সমিতির প্রত্যেক দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি বিভাগীয় কমিটি বা পরামর্শক থাকিবে।

গ) ৩ (তিন) জন কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ২ (দুই) জন সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে এক একটি বিভাগীয় কমিটি বা পরামর্শ পরিষদ গঠিত হইবে। তিনজনের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

ঘ) বিভাগীয় সম্পাদক উহার আহ্বায়ক থাকিবেন।

১৯। **বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী ঃ-**

(১) অর্থ দপ্তর:-

ক) কোষাধ্যক্ষ এই দপ্তরের কার্য সম্পাদন করিবেন।

খ)সমিতির আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা উদ্ভাবন ও উহা কার্যকরী করন।

গ) সমিতির যাবতীয় আয় ব্যয় হিসাব পরিচালনা করা।

ঘ) প্রতি তিন মাস অন্তর সমিতির আয় ব্যায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য কার্যকরী পরিষদে পেশ করা।

ঙ) কার্যকরী পরিষদ প্রতি তিন বৎসর একজন পেশাদার হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিয়া হিসাব পরীক্ষা করা।

(২) **সাংগঠনিক সম্পাদকের দপ্তর ঃ-**

ক) ঢাকা বিশেষ করিয়া অন্যান্য জেলায় বা স্থানে লালমনিরহাট প্রবাসীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা এবং প্রয়োজন বোধে সেখানে কমিটি গঠন করা।

খ) অন্যান্য জনকল্যাণমূলক সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা ও প্রয়োজন বোধে যৌথভাবে কাজ করা।

(৩) **দপ্তর সম্পাদকের দপ্তর ঃ-**

ক) সমিতির দৈনন্দিন কাজে সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মোতাবেক তাহাকে সাহায্য করা।

(৪) **প্রচার দপ্তর ঃ-**

ক) সমিতির কার্যাবলীর সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে সভা অনুষ্ঠান করা।

খ) খবরের কাগজে প্রচার পত্র মারফত সমিতি জনহিতকর কার্যাবলী প্রচার করা।

গ) লালমনিরহাট জেলার বাসিন্দা যাহারা ঢাকার বাহিরে অবস্থানরত পদস্থ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীগণের জন্য একটি স্থায়ী রেজিস্ট্রি তৈরি করা।

ঘ) সদস্যের তালিকা ও চাঁদা আদায় করা।

(৫) **মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের দপ্তর ঃ-**

ক) এই দফতরের কাজ হইবে লালমনিরহাট জেলা প্রবাসী মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগের আয়োজন করা। তাহাদের জন্য আলোচনা সভা ও লালমনিরহাটের সদস্য বিশেষ করে মহিলাদের সমস্যা দিয়ে আলোচনা করার ব্যবস্থা করা।

খ) মহিলাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রচার দপ্তরের মাধ্যমে এর কার্যাবলী প্রচার করা।

গ) প্রয়োজন বোধহয় কোন সমাজ সেবামূলক সংস্থার শহীত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যৌথভাবে কাজ করা। উহা অবশ্য মহিলা সংস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘ) প্রচার মাধ্যমে লালমনিরহাটের মহিলাদেরকে সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

(৬) **শিক্ষা সাংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকের দপ্তর ঃ-**

ক) শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য স্থানে স্থানে এবং মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক, অথনৈতিক, ধর্মীয় কৃষ্টি আলোচনা ও বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান করা। সুযোগ মত বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা।

খ) বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা মূলক সভার প্রয়োজন করা।

গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করা ও পুরষ্কার বিতরণ করা।

ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত লালমনিরহাটের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাসিক বৃত্তি এককালীন সাহায্য প্রদান করা, অবশ্যই গরীব মেধা সম্পন্ন ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ঙ) প্রতিষ্ঠাবান প্রাক্তন বৃত্তিভোগীদের নিকট হইতে বৃত্তি বা এককালীন সাহায্যের টাকা আদায় করা।

চ) সমিতির মুখপত্র স্বরূপ পত্রিকা প্রকাশ করা।

ছ) মহানুভব ও দানশীল ব্যক্তিগনের নিকট হইতে ছাত্রবৃত্তি বা অনুরূপ সাহায্য লাভের প্রচষ্টা করা।

জ) রচনা ও শিল্প কলা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা।

ঝ) সম্ভব হইলে প্রয়োজন বোধে সমিতি লাইব্রেরী বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করিবে এবং উহা পরিচালনার জন্য একটি পরিষদ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। বিভাগীয় সম্পাদক পদাধিকার বলে উহার সদস্য সম্পাদক থাকিবেন। ইহার আয়ুষ্কাল দুই বৎসর থাকিবে। যে কোন কারণে সদস্যপদ শূণ্য হইলে কার্যকরী পরিষদ উহা পূরণ করিবেন।

২০। **সমিতির আয় ঃ-** সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত উপায়ে সমিতির তহবিল গঠিত হইবে ঃ-

ক) সদস্যদের মাসিক চাঁদা।

খ) সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠাবান বা কোন মহৎ ব্যক্তির দান।

গ) সমিতির পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যাংক বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত টাকার মুনাফা।

ঘ) দৈবদুর্বিপাকে বা প্রয়োজন বোধে বিশেষ কোন জরুরী কাজের জন্য এককালীন আদায়ী অর্থ।

২১। **চাঁদা আদায় ও রশিদ ঃ-**

ক) সাধারণ সম্পাদকের সহিযুক্ত এবং সমিতির মোহরযুক্ত ছাপানো রশিদ বহির মাধ্যমে যে কোন সদস্য চাঁদা বা এক কালীন দান আদায় করিতে পারিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির যে কোন সাধারণ সদস্য চাঁদার রশিদ বহি দিয়ে চাঁদা আদায় করিতে পারিবেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সমিতির সভাপতির নিকট আপত্তি করিতে পারিবেন এবং সভাপতি উহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন।

খ) যে সদস্য রশিদ বহি চাঁদা আদায়ের জন্য লইবেন তাহা তিনি নিজে রশিদ দিয়া সাধারণ বা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন এবং ফেরৎ দানকালে তৎপরিবর্তে রশিদ গ্রহণ করিবেন।

গ) কোন সদস্য স্বীয় আদায়ী টাকা নিজের নিকট ৭ (সাত) দিনের বেশী রাখিতে পারিবেন না।

ঘ) উক্ত তারিখের মধ্যে টাকা ফেরৎ না দিলে প্রয়োজনবোধে আইনের সাহায্যে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সমিতি হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

ঙ) সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আদায়ী টাকা ছাড়া কোন রশিদ বই ফেরৎ লইলে তিনি বা তাহারা সেই টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন।

চ) রশিদ বহি হারানো গেলে তৎক্ষনাৎ সাধারণ নিকট লিখিত ভাবে জানাইতে হইবে।

ছ) রশিদ বহি হারানো গেলে তৎক্ষনাৎ সাধারন সম্পাদকের নিকট লিখিত জানাইতে হইবে এবং উপর্যুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে উক্ত সদস্যকে প্রতি বহিতে নূন্যতম চাঁদার হারে ক্ষতিপূরণ সহ ৫ (পাঁচ) টাকা জারিমানা দিতে হইবে।

জ) Listed Person: মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া কেহই Donateion (অনুদান/এাককালীন) চাঁদা আদায় করিতে পারিবেন না।

২২। **সাধারণ সভা ঃ-**

ক) প্রত্যেক বৎসর সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষ কারণে বৎসরের অন্য কোন সময়েও সাধারণ সভা আহবান করা যাইতে পারিবে।

গ) সাধারণ সভার নোটিশ প্রত্যেক সদস্যকে সভার অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ দ্বারা জানাইতে হইবে। ইহা ছাড়া উক্ত সভার নোটিশ পূর্বেই বহুল পরিচিত দৈনিক খবরের কাগজ মারফত প্রকাশ করিতে হইবে।

ঘ) সাধারণ সভায় কমপক্ষে মোট সদস্যের ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) সদস্য উপস্থিত হইলে সভার কোরাম হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কোরামের অভাবে নির্দিষ্ট তারিখে সাধারণ সভা না হইলে পরবর্তী সপ্তাহে এবং একই সময়ে একই স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভার জন্য কোরাম বা পৃথক নোটিশের দরকার হইবে না। অনিবার্য কারনে পূর্বের স্থানে সভা আহ্বান করিতে না পারিলে স্থান পরিবর্তন এর নোটিশ খবরের কাগজ ও সভার পূর্বে নির্ধারিত স্থানে দিতে হইবে।

ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভা ''সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট বা প্রতিবেদন ও আয় ব্যয় বিবেচনা ও অণুমোদন করিবে'' এবং সংবিধানের কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে তাহা অনুমোদন করিবে।

চ) সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয় ও প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

২৩। **বিশেষ সাধারণ সভা ঃ-**

সমিতির গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলীর কোন বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য বা বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সমিতির কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ/বা এই গঠনতন্ত্র মতে অন্য কেহ বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন । উক্ত সভার কোরাম সাধারণ সভার ন্যায় হইবে। উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) ভোটাধিক্যে যে কোন সংশোধন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হইবে, তাহাই কার্যকরী হইবে। কোন সংশোধনী আনিতে হইলে সাধারণ বা বিশেষ সভার ১৫ দিনের আগেই তাহা লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদক/উপদেষ্টা পরিষদের নিকট পাঠাইতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক/উপদেষ্টা পরিষদ উহার যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংশোধনী প্রস্তাবকারীকে তাহার নাম, ঠিকানা ও সদস্য নম্বর জানাইতে হইবে।

২৪। **বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান ঃ-**

(১) বৃত্তি ঃ-

ক) সাধারণ সমিতির তহবিল হইতে ছাত্র বৃত্তি প্রদান করা হইবে। প্রয়োজনবোধে বৃত্তির জন্য বিশেষ তহবিল খোলা যাইতে পারিবে।

খ) কোন দানশীল ব্যক্তি স্বীয় বা অন্য কাহারো নামে কোন নির্দিষ্ট বিভাগে ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা করিলে তাহা সাধারণত সেই অনুসারে প্রদান করা হইবে।

গ) বৃত্তি গ্রহনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা সক্ষম হইলে বৃত্তি প্রাপ্ত টাকা ফেরৎ দিবে এইরূপ নির্দিষ্ট অঙ্গীকার স্বাক্ষর করিয়া বৃত্তি বা এককালীন সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

(২) পুরস্কার ঃ-

সমিতি সম্ভব হইলে রচনা প্রতিযোগীতা, শিল্পপণ্য প্রদর্শন বা খেলাধুলা প্রতিযোগীতায় সমিতির তহবিল হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত নিয়মকানুন কার্যকরী পরিষদে প্রয়োজনমত তৈরী করিতে পারিবেন।

২৫। **নির্বাচন বিধি ও নিয়মাবলী ঃ-**

ক) প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভায় ১৩ ধারায় বর্ণিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যগন রেজিষ্ট্রিভূক্ত সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ (নিয়মিত চাঁদা দাতা) কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

খ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময় অনুযায়ি যাহারা সদস্যপদ গ্রহন করিবেন তাহারাই নির্বাচনে ভোটদান/অংশগ্রহন/প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

গ-১) সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির সর্বনিম্ন বয়স ১৮ (আঠার) হইতে হইবে । কার্যকরী পরিষদের ০৬ (ছয়) পদে নির্বাচন করিতে হইলে নূন্যতম বয়স ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর হইতে হইবে এবং অন্যান্য পদে নির্বাচন করিতে হইলে নূন্যতম বয়স ২৫ (পচিশ) বছর হইতে হইবে।

গ-২) সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচনী কমিশন থাকিবে। এই কমিশনের একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন সদস্য (নির্বাচন কমিশনার) থাকিবে। তাহারা পদাধিকার বলে সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি/সহ সভাপতির পদ মর্যাদা পাইবেন। সমিতির যে কোন সাধারন সদস্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হইতে পারিবেন। কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচনী কমিশন মনোনীত করিবেন। নির্বাচনী কমিশনের কমিশনার কিংবা সদস্য কেহই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। প্রয়োজনে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ।

ঘ) যে কোন নিয়মিত সদস্য অনুমতি দিলে তাহাকে (ক) নং ধারার বিধান মোতাবেক নির্বাচিত করা যাইবে।

ঙ) সাধারণ সভায় একজন প্রস্তাব করিলে এবং অপর একজন তাহা সমর্থন করিবে। অবশ্য দুইজনকেই সমিতির নিয়মিত চাঁদা দাতা সদস্য হইতে হইবে।

চ) যদি কোন পদের জন্য একজন এর বেশী পদপ্রার্থী হয়, তবে সাধারণ “হাত তোলার” মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনার ভোট গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কোন প্রার্থী হাত তোলা পদ্ধতি আপত্তি করিলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

ছ) সমিতির আর্থিক সাহার্য্যার্থে প্রার্থীদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন ফি দিতে হইবে যাহা ফেরৎ যোগ্য নহে। মনোনয় পত্রের মূল্য নির্বাচন কমিশন, কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

জ) যদি কোন কারণে সাধারণ নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদের সমস্ত পদের জন্য প্রার্থী পাওয়া না যায় তবে নির্বাচনান্তে বাকী পদ গুলি নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি সহ কো-অপশন দ্বারা পূরণ করিতে পারিবে। অবশ্য এরূপ পদ সংখ্যা কার্যকরী পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) এর বেশী হইতে পারিবে না। ইহার বেশী হইলে নির্বাচনী নিয়মে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যেই পদগুলি পূরণ করিতে হইবে।

ঝ) কোন কারনে নির্বাচন নষ্ট হইলে পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রাক্তন সভাপতি ৫(পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট একটি এ্যাডহক কমিটি গঠন করিবেন ও এই কমিটি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন। পুনঃনির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এ্যাডহক কমিটি সমিতির কাজ চালাইয়া যাইবেন।

ঞ) বিশেষ পরিস্থিতিতে আজীবন সদস্যের এক তৃতিয়াংশ সংখ্যক সদস্য একত্রিত হইয়া বিশেষ সাধারণ সভা করিতে পারিবেন এবং সেই বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৭/০৯ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইবে/করিবেন।

ট) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের যেকোন পদে কেহ দুইবার দায়িত্ব পালন করিলে তিনি বা তাহারা উক্ত দুই পদের কোনটিতেই আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

ঠ) কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রার্থীদেরকে মনোয়নপত্র ক্রয় করিতে হইবে ।

ড) অন্যান্য পদগুলি 'ঠ' অনুযায়ী নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যগন সিলেকশন করিবেন ।

২৬। **জরুরী আইন ঃ-**

ক) যদি কোন প্রকার সংকটপূর্ণ বা জরুরী অবস্থায় সাধারণ নির্বাচন সম্ভব না হয় তবে সমিতির কার্যাবলী যাহাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্য কার্যকরী পরিষদ একজন সভাপতি অথবা কার্যকরী পরিষদের অনুপস্থিতিতে সভাপতি কিংবা সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যকরী পরিষদ উহার কার্যকাল **২১** দিন বর্ধিত করিতে ক্ষমতা বান থাকিবেন। উক্ত কার্যকাল কোন ক্রমেই ৩০ শে ডিসেম্বর অতিবাহিত করিতে পারিবেন না। কোন জরুরী কারণে সভাপতি সমিতির যে কোন সভার বা নির্বাচনের তারিখ সময় ও স্থানে পরিবর্তন করিতে বা সভা ও নির্বাচন অনধিক **১৫** দিন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

খ) জরুরী অবস্থায় যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহার নোটিশ যথা সময়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে প্রকাশ করিতে হইবে।

২৭। **সমিতি সক্রিয় না থাকিলে তাহার ব্যবস্থা ঃ-**

যদি ক্রমাগত তিন বৎসর পর্যন্ত সমিতি সক্রিয় না থাকে তাহা হইলে প্রাক্তন সভাপতি সাধারন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সভাপতির অবর্তমানে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং উক্ত তিন জনের অবর্তমানে প্রাক্তন সদস্যের মধ্য হইতে **১১** (এগার) জন অথবা তাহাদের অবর্তমানে ঢাকাস্থ লালমনিরহাট বাসীদের ২৫ (পঁচিশ) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাহাদের সখ্যাধিক্যের ক্ষমতানুযায়ী সমিতির সমুদয় জমা টাকা ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি আয়কর আইন অনুযায়ী লালমনির হাট জেলার কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিবে। উক্ত সাধারণ সভার নোটিশ ক্রমান্বয়ে তিন দিন খবরের কাগজে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্ত সভায় কমপক্ষে ঢাকাস্থ লালমনিরহাট জেলার ৭৫ (পঁচাত্তর) জন ব্যাক্তিকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সভায় ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের মতানুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং তাহা খবরের কাগজে প্রকাশ করিতে হইবে।

২৮। এই সংশোধিত গঠনতন্ত্র ২৬-১০-২০২৪ ইং তারিখের বিশেষ সাধারন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুদ্রন করা হইল ।

এক নজরে সংশোধনী

১। সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির সর্বনিম্ন বয়স ১৮ (আঠার) নির্ধারণ করা হইয়াছে। কার্যকরী পরিষদের ০৬ (ছয়) পদে নির্বাচন করিতে হইলে নূন্যতম বয়স ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর হইতে হইবে এবং অন্যান্য পদে নির্বাচন করিতে হইলে নূন্যতম বয়স ২৫ (পচিশ) বছর হইতে হইবে। [ধারা- ২৫(গ-১)]

২। সমিতির সাধারণ (ছাত্র ব্যতিত) সদস্যের বার্ষিক নবায়ন ফি ১০০০/-(এক হাজার) টাকা এবং সাধারণ সদস্য (ছাত্র) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হইয়াছে। [ধারা- ৫ (খ)]

৩। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা কার্যকরী পরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, সেই মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন পরবর্তী সাধারন সভায় যাহা অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে। [ধারা- ১৪]

৪। আজীবন সদস্য ফি সময়পোযোগী মূল্য দ্বারা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকায় উন্নীত করা হয়। [ধারা- ৮ (ক)]

৫। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের যেকোন পদে কেহ দুইবার দায়িত্ব পালন করিলে তিনি বা তাহারা উক্ত দুই পদের কোনটিতেই আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। [ধারা- ২৫ (ট)]

৬। বিভিন্ন পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্রের মূল্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। [ধারা- ২৫ (ছ)]

৭। বিশেষ পরিস্থিতিতে আজীবন সদস্যের এক তৃতিয়াংশ সংখ্যক সদস্য একত্রিত হইয়া বিশেষ সাধারণ সভা করিতে পারিবেন এবং সেই বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৭/০৯ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইবে।
ধারা- [২৫ (ঞ)]

৮। কার্যকরী পরিষদের আকার ২৯ (উনত্রিশ) হইবে । [ধারা- ১৩]

৯। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময় অনুযায়ি যাহারা সদস্যপদ গ্রহন করিবেন তাহারাই নির্বাচনে ভোটদান/অংশগ্রহন/প্রস্তাব করিতে পারিবেন। [ধারা- ২৫ (খ)]

১০। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রার্থীদেরকে মনোয়নপত্র ক্রয় করিতে হইবে। [ধারা- ২৫ (ঠ)]

১১ । অন্যান্য পদগুলি ‘ঠ’ অনুযায়ী নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগন সিলেকশন করিবেন । [ধারা-২৫ (ড)]

১২। বিশেষ পরিস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন হইলে, উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। [ধারা- ১৫ (৮) (ক)]

১৩। সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন সদস্য (নির্বাচন কমিশনার) থাকিবে। [ধারা-২৫(গ-২)]